~~129~~

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 13 FEB 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৭ ......

142

এখনই ডাকসু ভেঙে দিন ঃ ছাত্রলীগ
নির্বাচনের আগে নয় ঃ ছাত্রদল

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

অবিলম্বে ডাকসু ভেঙে দেয়ার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শা–পা) নেতৃবৃন্দ। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য এ দাবিকে সমর্থন দিয়েছে। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ এ দাবির বিরোধিতা করেছেন এবং তারা বলেছেন, নতুন ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা না করে ডাকসু ভাঙা যাবে না।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে একুশে উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদের এক সভায় এ ব্যাপারে আলোচনা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, প্রক্টর ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম, বাহাদুর বেপারী; ছাত্রদল নেতৃবৃন্দদের মধ্যে মনোয়ার হোসেন রানা, এবিএম মোশাররফ হোসেন, মনির হোসেন, সেলিমুজ্জামান সেলিম; গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল, মঞ্জুর এ খোদা টরিক, শরিফুজ্জামান শরিফ, নূরুল ইসলাম, দীপংকর সাহা দীপু, ওবায়দুর রহমান চুন্নু, করিম সিকদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভা সূত্র জানায়, একুশে উদযাপন নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ ডাকসু নেতৃবৃন্দকে এ সভায় কেন ডাকা হয়নি সে ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন। কারণ তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি। তাদের প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, দীর্ঘদিন আগে সিন্ডিকেট যে ডাকসু'কে ভেঙে দেয়ার সুপারিশ করেছে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তকে অমান্য করে তাদের আমন্ত্রণ জানানো যায় না।

এ সময় ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম সিন্ডিকেটের সুপারিশ অনুযায়ী অবিলম্বে ডাকসু ভেঙে দেয়ার জন্য উপাচার্যের কাছে দাবি জানান। ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, ডাকসু ভাঙতে হলে প্রথমে নতুন ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করতে হবে, এরপর ডাকসু ভাঙার ঘোষণা দিতে হবে এবং এটাই নিয়ম। তবে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তৃতায় ডাকসু ভেঙে দেয়ার ব্যাপারে ছাত্রলীগের দাবির প্রতি সমর্থন জানান, একই সাথে অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচনেরও দাবি জানান।

উল্লেখ্য, নিয়মানুযায়ী প্রতি বছর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও বর্তমান ডাকসু'র বয়স ৮ বছর। ডাকসু ভেঙে দেয়ার জন্য দীর্ঘ ১ বছর আগে সিন্ডিকেট সুপারিশ এবং সিদ্ধান্ত দিলেও কর্তৃপক্ষ তা কার্যকর করতে পারেননি।

সভা সূত্র জানায়, এছাড়া জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে কাঁটাবন গেটটি খুলে দেয়ার জন্য উপাচার্যের কাছে জোর দাবি জানান।